মেহেরপুর জিনিয়াস স্কুলে শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য!

শিক্ষার নামে গলাকাটা বাণিজ্য করছে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ। করোনাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের বেতন ও ভর্তি ফিসের জন্য চাপ প্রয়োগ না করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার বলা হলেও কর্ণপাত করেনি জিনিয়াস স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল বন্ধ থাকলেও অভিভাবকদের মোবাইল ফোনে আবার কখনো বাসায় গিয়ে বার বার চাপ প্রয়োগ করে নেওয়া হয়েছে পুরো বেতন। এছাড়াও সেশন চার্জের নামে প্রায় ১৬’শ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি নেওয়া হয়েছে ১৭’শ ৫০ টাকা করে। যার গাণিতিক অর্থ প্রায় ২৮ লাখ টাকা। এ নিয়ে অভিভাবকদের নানা অভিযোগ থাকলেও বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাধ্য না থাকলেও বাধ্য হয়েছেন সবাই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেশ কয়েকজন অভিভাবক জানান, দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিলো তারপরও পুরো বেতন দিতে হচ্ছে আমাদের। একসাথে অনেক টাকা দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। তার উপর আবার বছরের শুরুতেই দিতে হচ্ছে ১৭’শ ৫০ টাকা সেশন চার্জ। টাকা কম নিতে বা মওকুফ করতে স্কুল কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করেও কোন লাভ হয়নি।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রতি মাসে প্লে থেকে ২য় শ্রেণী পর্যন্ত বেতন নেওয়া হয় ৬’শ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৮’শ টাকা, ৫ম শ্রেণী ১ হাজার টাকা, ৬ষ্ট ও ৭ম শ্রেণী ৯’শ টাকা, ৮ম শ্রেণী ১১’শ টাকা, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী ১২’শ টাকা। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা আয় হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল-আমিন ইসলাম বকুল। আন-নুর ফাউন্ডেশনের নামে চলছে বিদ্যালয়টি। যার সভাপতির দায়িত্বে আছেন আল-আমিন ইসলাম বকুল নিজেই।

আল-আমিন ইসলাম বকুল মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে বিতর্কিত সংগঠন জামায়াত ইসলামের সূরা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এছাড়াও তিনি মুজিবনগরের আন-নুর টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল। তার স্ত্রী রিতা পারভিন বর্তমানে প্রিন্সিপালের

দায়িত্বে আছেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের। তবে স্কুলটির পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জামায়াত নেতা হলেও স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে বিভিন্ন সময় তিনি ক্ষমতাসীন দলের লোকজনকে স্কুল কমিটির সভাপতি বানিয়ে স্কুল পরিচালনা করছেন।

বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপাল সামসুর রহমান জানান, বিদ্যালয়ে দুই শিফটে ৫৫ জন শিক্ষক পাঠদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৬ হাজার ৫’শ টাকা থেকে শুরু করে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত তাদের বেতন দেওয়া হয় প্রতি মাসে। স্কুলে যা আয় হয় তা স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে খরচ হয়ে যায়। তবে সামসুর রহমানের দেওয়া তথ্যের অমিল পাওয়া গেছে। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই যদি হিসেব করা যায় খরচ বাদে আরও প্রায় ৫০ লাখ টাকা অতিরিক্ত থেকে যায়। এই টাকার পুরো অংশই যায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আল আমিন ইসলাম বকুলের পকেটে।

বিদ্যালয়ের উপার্জিত টাকার অংশ জামায়াত সংগঠনেও যায় বলে জানা গেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকে জানা যায় প্রতি বছরই এককালীন চাঁদা হিসেবে দেয় লাখ লাখ টাকা। গত ২০২০ সালে ১২ ডিসেম্বর দিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা বায়তুল মাল নামে রশিদের মাধ্যমে গ্রহন করেছে সংগঠনের ক্যাশিয়ার।

পরিচালক আল-আমিন ইসলাম বকুল জানান, স্কুলটি আমাদের মেহেরপুরের সবার। স্কুলটি নষ্ট না করে সহযোগীতা করার আবেদন জানান। একই সঙ্গে সংবাদ না করারও আবেদন জানান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন জানান, কিছু দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার কথা ছিল, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষার্থীদের বেতন ও সেশন চার্জ নির্ধারণ করা প্রসঙ্গে। তবে এখনো পর্যন্ত সে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা পাইনি। যার কারনে প্রতিষ্ঠান গুলোর ম্যানেজিং কমিটি যেটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে মোতাবেক স্কুল গুলো পরিচালনা হচ্ছে। তবে করোনাকালিন সময়ে এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বেতন বা সেশন ফী’র জন্য চাপ না দিয়ে সদয় হওয়া উচিত।

জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আশিকুজ্জামান সবুজ পেশায় একজন ঠিকাদার। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলীর সন্তান। তিনি জানান, প্রতিষ্ঠানটি নিয়মের বাইরে চলছে বলে আমার মনে হয় না। সকল কিছু

মেহেরপুরে পৌঁছালো বহু কাঙ্খিত করোনা ভ্যাকসিন

প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মেহেরপুরে এসে পৌঁছাল প্রথম দফার এক কাটুন কোভিট-১৯ ভ্যাকসিন।

বেক্সিমকোর ডেপুটি ম্যানেজার কামরুল হাসানের নেতৃত্ব ঢাকা থেকে একটি মিনি কার্গো যোগে ভ্যাকসিন গুলো মেহেরপুরে সিভিল সার্জন অফিস কার্যালয়ে পৌঁছায়।

মেহেরপুর জেরার পক্ষ থেকে করোনার ভ্যাকাসন গ্রহণ করেন মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ নাসির উদ্দিন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর রাকিবুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর আব্দুল আউয়াল সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ।

সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

এদিকে কার্গোযোগে ভ্যাকসিন মেহেরপুর সীমানা পৌঁছালে মেহেরপুরের পুলিশের একটি দল কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সিভিল সার্জনের কার্যালয় নিয়ে আসে।

কানাডায় পড়তে গিয়ে মারা গেল

কালীগঞ্জের মেধাবী ছাত্র সাকিব

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাংলাদেশ থেকে মেধাবী ছাত্র সামিউজ্জামান সাকিব কানাডার মালিতোবার বিশ্ববিদ্যালয় এ্যান্ড কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই কলেজে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ৪র্থ বর্ষে লেখাপড়া করতেন। অদৃশ্য কারণে তিনি গত ৯ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

বিষয়টি তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক শিক্ষক পুলিশকে অবহিত করেন। এরপর কানাডিয়ান পুলিশের তৎপরতায় গত ২৭ জানুয়ারী সাকিবের মরদেহ কলেজের পাশের একটি লেক থেকে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি গত বুধবার রাতে কানাডিয়ান পুলিশ মোবাইলে সাকিবের বাবাকে নিশ্চিত করেছেন বলে নিহতের পারিবারিকসূত্রে জানা গেছে।

এদিকে মেধাবী সাকিবের এমন খবরে পরিবারের সকলে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সাকিব ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের উল্যা গ্রামের আছাদুজ্জান আছাদের ছোট পুত্র।

নিহতের বাবা আছাদুজ্জামান জানান, কালীগঞ্জের নলডাঙ্গা ভূষন হাইস্কুল থেকে জেএসসি পাশের পর ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তি করেন সাকিবকে। এরপর ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগ হতে এসএসসিতে জিপিএ ৫, ২০১৬ সালে এইচএসসিতেও জিপিএ ৫ লাভ করে।

এরপর আইএলটিএস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে কানাডার মালিতোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভতি হয় সাকিব। সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিল। কলেজ নিকটবর্তী একটি বাসার রুম ভাড়া নিয়ে থাকতো। আশপাশে কয়েকটি রুমে বাংলাভাষা-ভাষী কিছু ছেলেরা থাকতো। হঠাৎ গত ৯ তারিখ থেকে পরিবারের কারও সাথে মোবাইলে যোগাযোগ ছিল না সাকিবের।

পরবর্তীতে তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে জানানোর নিখোঁজের ১৭ দিন পর কানাডিয়ান পুলিশ গত বুধবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের এক লেকের পাশ থেকে সাকিবের মরদেহ উদ্ধার করে। যা বুধবার রাতেই কানাডিয়ান পুলিশ মোবাইলের মাধ্যমে আমাকে নিশ্চিত করেছেন। মরদেহ এখনও পুলিশ হেফাজতে আছে। মুঠোফোনে আমাকে

শুধু এতটুকু বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে হাসিবুজ্জামানকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়েছেন। ভাইয়ার মত সাকিবও বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে এমন শখ থেকে তাকে কানাডায় পাঠিয়েছিলাম। এখন আমার সব শেষ বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

মেহেরপুরে বিকাশের নামে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন এজেন্টসহ সাধারণ মানুষ

এম এফ রুপক
মোবাইল ফোনভিত্তিক অর্থ আদান-প্রদানের পরিষেবা ‘বিকাশ’ এর নাম করে প্রতারণার নতুন ফাঁদ পেতে বসেছে একটি অসাধু চক্র। মানুষের না জানার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে তারা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিকাশ এজেন্টরাও এমন প্রতারণার শিকার হয়েছে। আবার কোন সময় লটারী বেধেছে বলেও টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রটি।

এ ধরণের ঘটনা মেহেরপুরেও ঘটেছে বেশ কয়েকটি। অনেকেই লোক লজ্জার ভয়ে চুপ করে আছে আবার অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে গিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় প্রায় ডজন খানেক সাধারণ ডায়েরীও করেছে ভুক্তভোগীরা।

কখনো কখনো বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে গ্রাহকের পাসওয়ার্ড জেনে তুলে নেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের টাকা আবার কখনো বিকাশ এ্যাপস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মোবাইল নম্বরে যাওয়া ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) কৌশলে জেনে নিয়ে তুলে নিচ্ছে টাকা।

এমনি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে, খলিলুর রহমানের ছেলে জহিরুল নামের এক কিশোর এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। জহিরুল জানায়, প্রথমে আমাকে ফোন করে বলে আপনার নম্বরে ১ লাখ টাকার লটারী বেধেছে। আপনি আমাদের এই নম্বরে ৩০ হাজার টাকা

বিকাশ করলে আপনি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন ১ লাখ টাকা।

যদি আমাদের কথা বিশ^◌াস না হয় আপনি আমাদের ১ হাজার টাকা দেন দেখেন ৩ হাজার পাবেন। এমন কথা শুনে আমি ১ হাজার টাকা বিকাশ করি। তার কিছুক্ষণ পর ৩ হাজার টাকা পেয়ে যাই। পরে আমি পাশের গ্রাম চকশ্যানগরে যাই এবং সেখানের একটি বিকাশ এজেন্টের কাছে গিয়ে বলি এই নম্বরে ৩০ হাজার টাকা বিকাশ করতে। আমার কাছে কোন এতো টাকা ছিল না সেজন্য ঐ এজেন্টকে বলি টাকা বিকাশ করেন আমি দিয়ে দিচ্ছি। দোকানদার পরিচিত থাকায় টাকা দিয়ে দেয়। পরে আর সেই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারিনি।

একই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতারণ শিকার ঐ যুবক জানান একই কায়দায় আমার সাথেও নিয়েছে ৯০ হাজার টাকা।

বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়েও টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি। এমন প্রতারণার শিকার হয়েছেন সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের এক চামড়া ব্যবসায়ী টুটুল। হারিয়েছেন ৩০ হাজার টাকা। টুটুল জানান, +৮৮০১৮৪৩৬৩০১৮১ নম্বর থেকে ফোন করে বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে মামুন শাহেদ নামে একজন জানায়, অবৈধ আর্থিক লেনদেন রোধে সমস্ত পার্সোনাল বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টে কোন টাকা থাকলেও তা তিনি আর তুলতে পারবেন না। এখন গ্রাহকদের সুবিধার্থে তারা ফোন করে গ্রাহকের তথ্য মিলিয়ে অ্যাকাউন্টটি আবারো চালু করে দেয়ার কাজ করছেন।

এই পর্যায়ে গ্রাহককে একটি কোড নম্বর (*৩৩*০০০#) দিয়ে ওই প্রতারক বলে, আপনি এটা ডায়াল করে দেখুন, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, অ্যাকাউন্টে বন্ধ হয়ে যাবার তথ্যটি।

যদিও সেই কোড ডায়াল করলে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। পরে ওই প্রতারক বলে, ওই গণমাধ্যম কর্মীর পাসওয়ার্ডটি জানতে চায় এবং বলে যে পাসওয়ার্ডটি আসলে তাদের কাছে রয়েছে, শুধু গ্রাহকের পরিচয় কনফার্ম হওয়ার জন্য এটি জানতে চাওয়া হচ্ছে। এইভাবে আমি তাদের পিন নম্বরটা দিয়ে দিই তাৎক্ষণিক আমার একাউন্টে থাকা ব্যবসায়ীক ২৯ হাজার টাকা উধাও।

একই ধরণের প্রতারণার শিকার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে শাহিন নামের এক কলা ব্যবসায়ী। পরে তার সাথে খারাপ আচরণ করে ফোন কেটে দেয় ঐ প্রতারক।

সরদ উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের বিকাশ এজেন্ট মহিবুল। প্রতারকদের কাছে ওটিপি বলে হারিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। তাকেও বলা হয়েছিল একাউন্ট ভেরিপাই করা হচ্ছে। নতুন ব্যবসায়ী হিসেবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পড়েছেন বড় ধরনের লোকসানের মুখে।

বিকাশের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ওই ধরণের কোনো কর্মকাণ্ড তারা পরিচালনা করছেন না। এই সব প্রতারণা থেকে বাঁচতে বিকাশ কর্তৃপক্ষ ৪টি সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েছেন। এসব অনুসরণ করলে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১. নিজের বিকাশ একাউন্টের পিন নম্বর ও একাউন্ট ব্যালান্স কখনো কাউকে বলবেন না। এমনকি +১৬২৪৭ বা এই ধরণের নম্বর থেকে ফোন করলেও পিন নম্বর কিংবা পিন নম্বরের যোগফলও বলা যাবে না।

২. ফোনে কেউ যদি আপনাকে ভুল করে টাকা পাঠানোর কথা বলে ফেরত চায়, আগে একাউন্ট ব্যালান্স চেক করুন।

৩. কারো প্ররোচনায় লটারী জেতার মিথ্যা আশায় কোনো লেনদেন করবেন না।

৪. ফোনে শুধু কারো কথা শুনে পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে কারো নির্দেশনায় কোনো নম্বর বা কোড ডায়াল করবেন না বা টাকা পাঠাবেন না।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় ওসি শাহ দারা খান জানান, গত বছর প্রায় ডজন খানেক বিকাশ প্রতারণার সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। তবে এ ধরণের টাকা উদ্ধার করা খুব কঠিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বসে এরা প্রতারণা করে। তবে বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ধরণের প্রতারক দের আইনের আইতাও আনার চেষ্টা চলছে।

এমপি হিসেবে প্রথম টিকা নিলেন

জুনাইদ আহমেদ পলক

সংসদ সদস্যদের (এমপি) মধ্যে প্রথম টিকা নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই টিকা নেন।

টিকা নেওয়ার পর প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, টিকা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এসব গুজবকে ভুল প্রমাণ করে সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম টিকা নিলাম। আমি ভালো আছি, কোন সমস্যা হচ্ছে না। আপনারাও টিকা নিন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ,

চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের ব্যবস্থা করা, সকলকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে সাহায্য করা, রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন রকমের সহায়তাগুলো কি এবং তা কি ভাবে কার মাধ্যমে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে স্থানীয় মেম্বর চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে সমাধানের চেষ্টা করা, অসচ্ছল ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং সর্বশেষ দলিত হরিচরণ পূর্ব পুরুষদের সংস্কৃতি ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করা ও সার্বিক সহয়তা প্রদান করা।

মেহেরপুরের সুইপার কলোনির ২৮ জন যুবক একত্র হয়ে তৈরি করেছে হরিজন বালক পূজা কমিটি। অজয় বাসফোর, সঞ্জয়, জয়, রঞ্জিত, দীপক, গোপি, রনি, রানা, জনি ভূঁইমালি, বিপ্লব, প্রদীপ, শাওন সুরেন, বলবীর, কার্তিক, বিশাল, কৃষ্ণা, জুয়েলসহ একঝাঁক যুবক এই সংগঠনের সাথে কাজ করছে। তারা অভিন্ন ভাবে জানান, এই কমিটির মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। নিজেদের মাসিক চাঁদা, বিভিন্ন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান সংগ্রহ করে ফান্ড তৈরি করেছেন। এই ফান্ড থেকে তারা বাৎসরিক ভিত্তিতে লোন প্রদান করে থাকে। হাঁস, মুরগি, ছাগল পালন

বাঁশের কাজের সাথে জড়িতদের ব্যবসায়ী উপকরণ ক্রয়সহ নানান কাজে উদ্যোক্তাদের এই ঋণ দেওয়া হয়। একই সাথে ডিজে(উঔ) ডান্স ক্লাব ও ডি (উ) স্টাইল ক্লাব নামে দুটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এর মাধ্যমে এক দিকে তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ যেমন ঘটছে তেমনি বিভিন্ন স্থানে প্রোগ্রাম করে আর্থিক ভাবেও সুবিধা পাচ্ছে।

গাংনী উপজেলার বামন্দিতে রয়েছে “বামন্দি বেদ সম্প্রদায় হস্তশিল্প সমবায় সমিতি”। হরে কৃষ্ণ আদিবাসী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নান্টু কুমারের নেতৃত্বে চলছে এই সংগঠনটি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিষয় নয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও কাজ করে সংগঠনটি। আনন্দ স্কুল পরিচালনা, মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার নিয়েও বর্তমানে কাজ চলছে।

নাগরিক সমাজের বিভিন্ন জনের মত দলিত জনগোষ্ঠীর লোকায়িত ধর্ম গুলোকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। উচ্চবর্ণের নিপীড়ন ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। বলরাম হাড়ি’র দর্শন কে ধারণ করতে হবে। যুবসমাজ উন্নয়নের একটি বড় শক্তি তা সে যে সম্পদায়েরই হোক না কেন। তাদেরকে সকল উন্নয়ন ভাবনায় যুক্ত করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

মেহেরপুরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন

পালিত

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন উপলক্ষে জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, শহীদ জিয়ার স্বপ্ন স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডঃ মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ জেলা অংগ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বেসরকারি ভাবে যারা মেয়র নির্বাচিত

দ্বিতীয় ধাপে দেশের ৬০টি পৌরসভায় ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। শনিবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ইতোমধ্যে কয়েকটি পৌরসভা ভোটের বেসরকারি ফল জানা গেছে। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রার্থী মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

নোয়াখালী: বসুরহাট পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র পদপ্রার্থী আবদুল কাদের মির্জা মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১০৭৩৮ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী কামাল উদ্দিন চৌধুরী পেয়েছেন ১৭৭৮ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী মাওলানা মোশাররফ হোসেন পেয়েছেন ১৪৫১ ভোট।

আবদুল কাদের মির্জা বলেন, এ জয় বঙ্গবন্ধুর জয়, এ জয় শেখ হাসিনার জয়, এ জয় ওবায়দুল কাদেরের জয়, এ জয় বসুরহাট পৌরবাসীর জয়। আমি এ জয় বাংলাদেশের আমার দলের প্রতিটি নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসর্গ করে দিলাম।

রাজশাহী: গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাট পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের একেএম আতাউর রহমান খান। তিনি ৪৬৩ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। একেএম আতাউর রহমান খান নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ৫৮৫ ভোট। তার নিকটতম বিএনপির হাফিজুর রহমান হাফিজ ধানের শীষ প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৫ হাজার ১২২ ভোট।

বাঘার আড়ানী পৌরসভায় বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী মুক্তার আলী। তিনি নারিকেল গাছ মার্কায় মোট ভোট পেয়েছেন ৫৯০৪। তার নিকটতম আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী শহীদুজ্জামান শহীদ নৌকা প্রতিকে ভোট পেয়েছেন ৪৩০০। এখানে ১২৭৬ ভোট পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তোজাম্মেল হক।

সুনামগঞ্জ: ছাতক পৌরসভায় মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম চৌধুরী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি নৌকা প্রতীকে ১২ হাজার ৮’শ ২৩ ভোট পেয়েছেন। বিএনপি মনোনীত রাশিদা আহমদ ন্যান্সি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭ হাজার ৯’শ ৮ ভোট।

বাগমারা: ভবানীগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আব্দুল মালেক মণ্ডল নৌকা প্রতীক নিয়ে ৭৩১৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৪৬২০ ভোট বেশি পেয়ে দ্বিতীয় বারের মেয়র নির্বাচিত হলেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জগ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এসএম মামুনুর রশিদ পেয়েছেন ২৬৯৯ ভোট।

নাটোর: লালপুর উপজেলার গোপালপুর পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রোকসানা মোর্ত্তজা লিলি (নৌকা) ৬ হাজার ৭৭৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মনজুরুল ইসলাম বিমল (রেল ইঞ্জিন) পেয়েছেন ৫ হাজার ৭ ভোট।

নলডাঙ্গায় জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী মনিরুজ্জামান

মনির। তিনি নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬৩০ ভোট, তার নিকটতম বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আব্বাছ আলী ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১৯১০ ভোট।

ঝিনাইদহ: শৈলকূপা পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কাজী আশরাফুল আজম নির্বাচিত হয়েছেন। ১০ হাজার ৮৮৭ ভোট পেয়ে তিনি বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৈয়বুর রহমান খান পেয়েছেন ৭ হাজার ২৮১ ভোট।

কুষ্টিয়া: ভেড়ামারা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে বিজয়ী হলেন জাসদ সমর্থিত প্রার্থী আনোয়ারুল কবির টুটুল। তিনি মশাল প্রতীকে ৭৯৭০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শামিমুল ইসলাম ছানা ৪৬৩৪ ভোট পান।

মিরপুর পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাজী এনামুল হক জয়ী হয়েছেন। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৪শ’ ৬৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ আরিফ মোবাইল প্রতিকে পেয়েছেন ২ হাজার ৫শ’ ১৫ ভোট।

বগুড়া: সারিয়াকান্দি পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মতিউর রহমান মতি (নৌকা) বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ৬ হাজার ৫শ’ ৭৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলমগীর শাহী সুমন পান ২ হাজার ৭শ’ ৯৬ ভোট।

নরসিংদী: মনোহরদী পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বর্তমান মেয়র আমিনুর রশিদ সুজন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৮ হাজার ৮৮২ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদুল হক পেয়েছেন ৫৮৫ ভোট।

ময়মনসিংহ: মুক্তাগাছায় বেসরকারিভাবে মেয়র পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বিল্লাল হোসেন সরকার। তিনি পেয়েছেন ১২ হাজার ৫০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ৪ হাজার ৩৫ ভোট।

কুমিল্লা: চান্দিনা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শওকত হোসেন ভূঁইয়া নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ৯ হাজার ৪৫১ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন জগ প্রতীকে ৩ হাজার ১৫৫ ভোট পেয়েছেন। এছাড়া বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী শাহ মো.

আলমগীর খান ধানের শীষ প্রতীকে ২ হাজার ৬৯৫ ভোট পেয়েছেন।

বগুড়া: আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি মেয়র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু ৩য় বারের মত মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৭৭৮৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের আশরাফুল ইসলাম মন্টু পেয়েছেন ৭৪০২ ভোট। ৩৮৬ ভোটের ব্যবধানে তোফাজ্জল হোসেন ভুট্টু বিজয়ী হয়েছেন।

ফরিদপুর: বোয়ালমারী পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিম রেজা লিপন নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৯২৩৯ ভোট। বিএনপির প্রার্থী পেয়েছেন ২৫৮৭ এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী লিটন মৃধা পেয়েছেন ৩৮৮৮ ভোট। ইত্তেফাক

আজ দ্বিতীয় ধাপে ৬০ পৌরসভায় ভোট

দেশে চলমান পৌর নির্বাচনে আজ শনিবার দ্বিতীয় ধাপে ৬০টি পৌরসভায় ভোট নেওয়া হবে। সকাল আটটায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে একটানা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। ৬০ পৌরসভার মধ্যে ২৯টিতে ভোট নেওয়া হবে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) এবং ৩১টিতে ব্যালটের মাধ্যমে।

ইভিএমের মাধ্যমে ভোট হবে দিনাজপুরের জেলার বীরগঞ্জ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও সান্তাহার, নওগাঁর নজিপুর, রাজশাহীর কাকনহাট ও আড়ানী, নাটোরের নলডাঙ্গা, সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, পাবনার ফরিদপুর, মেহেরপুরের গাংনী, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, ঝিনাইদহের শৈলকুপা, বাগেরহাটের মোংলা পোর্ট, মাগুরার মাগুরা, পিরোজপুরের পিরোজপুর, টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী, ময়মনসিংহের ফুলবাড়ীয়া, নেত্রকোনার কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর, ঢাকার সাভার, নরসিংদীর মনোহরদী, নারায়ণগঞ্জের তারাব, শরীয়তপুরের শরীয়তপুর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, কুমিল্লার চান্দিনা, ফেনীর দাগনভূঞা, নোয়াখালীর বসুরহাট, খাগড়াছড়ির খাগড়াছড়ি এবং গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভায়।

আর ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ, সিরাজগঞ্জের বেলকুচি, উল্লাপাড়া, সদর ও রায়গঞ্জ, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কুষ্টিয়ার সদর, ভেড়ামারা ও মিরপুর, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ, কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সদর, দিনাজপুর সদর ও বিরামপুর, পাবনার ভাঙ্গুড়া, সাথিয়া ও ঈশ্বরদী, রাজশাহীর ভবানীগঞ্জ, সুনামগঞ্জের সদর ও ছাতক, হবিগঞ্জের মাধবপুর ও নবীগঞ্জ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, নাটোরের গুরুদাসপুর ও গোপালপুর, বগুড়ার শেরপুর, বান্দরবান জেলার লামা এবং কিশোরগঞ্জ সদর পৌরসভায়।

নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখতে পুলিশ, এপিবিএন ও ব্যাটালিয়ন আনসারের সমন্বয়ে মোবাইল ফোর্স, স্ট্রাইকিং ফোর্স ও র্যাব মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি পুলিশ ও আনসার সদস্যও মাঠে থাকবেন।

ভোটার সংখ্যা এক লাখের বেশি যেসব পৌরসভায়, সেখানে চার প্লাটুন, ৫০ হাজারের বেশি হলে তিন প্লাটুন, ১০ হাজারের বেশি হলে দুই প্লাটুন এবং ভোটার সংখ্যা ১০ হাজারের নিচে হলে এক প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন থাকবে ভোটের দিন।

দ্বিতীয় ধাপে ৬১টি পৌরসভার তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। কিন্তু নীলফামারীর সৈয়দপুরে মেয়র পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (নারিকেল গাছ প্রতীক) মো. আমজাদ হোসেন সরকারের মৃত্যুতে এ পৌরসভার ভোট স্থগিত করা হয়।

দেশের ৩২৯টি পৌরসভার মধ্যে প্রথম ধাপে গত ২৮ ডিসেম্বর ইভিএমে ভোট হয় ২৪টি পৌরসভায়। দ্বিতীয় ধাপে আজ ভোট হচ্ছে ৬০ উপজেলায়। তৃতীয় ধাপে ৬৪টি পৌরসভায় ৩০ জানুয়ারি এবং চতুর্থ ধাপে ৫৬টি পৌরসভায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ভোট নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]